দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 01 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

ভর্তিচ্ছুদের স্বপ্নভঙ্গের দায় কার?

আলী ইউনুস হৃদয়

গত ২২ অক্টোবর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়। ঐদিনই সকাল সাড়ে আটটা ও সাড়ে দশটার পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি হাজারো ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী। কারণ পথে দীর্ঘ যানজট আর একদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা। যানজটের কারণে শনিবার রাসে উঠেও রোববার সকালের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি হাজারো ভর্তিচ্ছু। যানজটে মৃত্যু ভর্তিচ্ছুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন! তাহলে এই স্বপ্নভঙ্গের দায় কার? ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতির নাকি আমাদের ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের! এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের গুরুজন শিক্ষকরা বলেছেন, আমাদের কিছুই করার নেই। আমরা যথাসময়ে পরীক্ষা শুরু করেছি। যানজটের কারণে পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারলে আমাদের কী করার আছে? অথচ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তাব্যক্তিরা উদ্যোগ নিলেই ভর্তিচ্ছুদের স্বপ্ন পূরণের পথ আরো সহজ ও সুন্দর হবে। আর সেই উদ্যোগ হলো সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 'সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা' পদ্ধতির ব্যবস্থা নেওয়া।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর প্রস্তুতি নিতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের। এজন্য তো বাড়তি অর্থের প্রয়োজন। সঙ্গে আছে দেশের প্রায় ৩৫টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফরম ক্রয়। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি অনুষদের অধীনে বিভাগগুলোতে ভর্তিচ্ছুদের পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। আর প্রত্যেকটি অনুষদের ফরম পূরণ করতে ব্যয় হয় ৩০০ থেকে ৮০০ টাকা। এরপর পরীক্ষার হলে আসতে পোহাতে হয় নানা ঝক্কি-ঝামেলা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা ভর্তিচ্ছুদের কথায় আসি—তাদের থাকার জন্য মেস মালিকদের অতিরিক্ত ২০০ টাকা দিতে হয়েছে। সঙ্গে ছিল খাবারের দোকান ও রেস্টুরেন্টগুলোতে খাবার খরচ। আর অটো-রিকশাচালকদের দৌরাত্ম্য তো আছেই! ১০ টাকার ভাড়া ৪০ টাকা আর ৩০ টাকার ভাড়া ৮০ টাকা! যেন বছরের এই একটা সময়ে তারা ব্যবসা করে নেয়। আর মেস মালিকদের দাবি, ভর্তিচ্ছুরা থাকলে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির অতিরিক্ত ব্যবহার হয়—তাই অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া।

এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার রাজশাহীতে পরীক্ষা শেষ করেই অতিরিক্ত ভাড়া আর যানজটকে সঙ্গী করে ভর্তিচ্ছুদের ছুটতে হয়েছে, চট্টগ্রামে। কারণ বৃহস্পতিবার থেকেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা। এছাড়া এখনো ভর্তি পরীক্ষা রয়েছে ২০টিরও বেশি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ভর্তিচ্ছুদের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে অনেক আগেই সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের কথা উঠেছে। ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তরের সময়ও তিনি কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে সমন্বিত ভর্তি পদ্ধতির খোঁজ নেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সব উপাচার্যকে নিয়ে রাষ্ট্রপতির দপ্তরে একটি বৈঠক আয়োজনের কথাও তিনি বলেন এবং রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হয়, কিন্তু তারপরও বিষয়টি তেমন একটা এগোয়নি। কিছু যৌক্তিক কারণে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমন্বিতভাবে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া জটিল ব্যাপার নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তো বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতির কথা নিশ্চয়ই জানেন। রাষ্ট্রের যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম দশা, হোটেল-রেস্টুরেন্টের অস্বাস্থ্যকর খাবার সঙ্গে বাড়তি দাম আর নিরাপত্তার অভাব তো আছেই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই পরিস্থিতির দায় নিতে পারেন না আবার কোনো উন্নয়ন ঘটাতেও পারবেন না। কিন্তু এতটুকু তো পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা চালু করতে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়